Assignment(RAM-302)

বিষয়: বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারন করার গুরুত্ব ও ফজিলত

Submitted To: Ustaz Abdul Wahid

Prepared by

Matia Sultana Shirin

إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّا بِرِبِرِينَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।(সূরা আনফাল–৪৬)

দুঃখ–শোক পরিপূর্ণ এই ধরাতল–
আসে নরগণ হেথা কাদিতে কেবল
প্রতিপদে দুঃখরাশি আবরে জীবন আসি;
রোদনের জন্মভূমি এই মহিমন্ডল।[ডি.এল.রায়,সৈয়দ আলি আহসান]

- কবির দৃষ্টিতে পার্থিব জগতটা দুঃখ–শোকে পরিপূর্ণ। এই জগতে সুখের চেয়ে দুঃখের আয়োজনই বেশি।হাসির চেয়ে কান্নার উপকারণই অধিক।এজন্য পৃথিবীতে মানব জীবনের সূচনা হয় কান্না দিয়ে।এরপর থেকে বয়স, অভিজ্ঞতা ও সহনক্ষমতার সমাবর্তনে কান্নার প্রকৃতি ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে।

আজই মৃত পিতা কারো,আজই কারো মাতা-
আজই কারো প্রিয় ভগ্নি,আজই কারো ভ্রাতা
এই রূপ হাহাকারে, শুনি সদা এ সংসারে–
মানব জীবনময় আঁধার কেবল।[ডি.এল.রায়, সৈয়দ আলী আহসান]

আত্ম ও পর–কেন্দ্রিক এই সমস্যা ও সংকটগুলি এতটাই মারাত্মক ও অপ্রতিরোধ্য যে,আমরা চাইলেও এগুলোর প্রভাব এড়াতে পারি না।স্বেচ্ছায়

বা অনন্যোপায় হয়ে আমাদেরকে এগুলো মানতেই হয়।পক্ষান্তরে মুমিনগণ শোক ও সংকটের চরমতম মুহূর্তকে প্রভাতের উদীয়মান আলোক রশ্মি মনে করে।মুক্তি ও উত্তরণের শুভ মুহূর্ত সমাসন্ন ভেবে আশায় বুক বেঁধে থাকে।কারণ,তাদের সামনে থাকে ' ইন্না মা'আল উ'সরি য়ুসরা' অর্থাৎ, দুঃখের অব্যবহিত পরেই রয়েছে সুখ।তাই সংকটে পড়ে তারা ধৈর্য ধারন করে।সচ্ছলতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।এভাবে তারা গতি ও ভারসাম্য বজায় রেখে জীবন পরিচালনা করে।[সবর–সমকালীন প্রকাশনী]

বস্তুত মহান আল্লাহ ধৈর্যকে মুমিনের ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি,মুক্তি ও নিরাপত্তার মাধ্যম বানিয়েছেন।ফলে সে চরম সংকটেও দিক হারায় না।পরম আনন্দেও স্বেচ্ছাচারিতায় মেতে ওঠে না।বিরূপ পরিবেশ ও প্রতিকূল পরিস্থিতিও তার সংকল্প টলাতে পারে না।এভাবে তার মধ্যে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।তার চিন্তা,আচরণ ও সামগ্রিক কার্যকলাপে ভারসাম্য বজায় থাকে।এই ধৈর্যই তার অজেয় শক্তিতে পরিণত হয়।

অধিকন্তু শাশ্বত সত্যের ধারক মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ধৈর্যশীলদের অপরিমিত প্রতিদান দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন।কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে–

إِنَّمَا يُوَفَّي الصَّا بِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের অপরিমিত প্রতিদান দেওয়া হবে।[সূরা যুমার,আয়াত:১০]

সেই সঙ্গে তাদের এই নিশ্চয়তাও প্রদান করেছেন যে,তিনি সবসময় তাদের সঙ্গে থাকবেন।সুখে-দুঃখে তাদের সঙ্গ দেবেন।উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ন্যায় ও কল্যাণের পথ দেখাবেন।এভাবে তাদেরকে অপার্থিব সাহায্য ও সুস্পষ্ট বিজয় দান করবেন।আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَاصْبِرُوا۟ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"আর তোমরা ধৈর্য্যধারণ করো,নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন"।

মহান আল্লাহর এই সার্বক্ষণিক সঙ্গ ও নিকট সান্নিধ্যের সুবাদে ধৈর্যশীলগণ ইহকাল ও পরকালের প্রভূত কল্যাণ অর্জন করে এবং তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামতরাজি লাভে ধন্য হয়।

উপরন্ত মহান আল্লাহ ধৈর্যশীলদের প্রতি তার অসীম ভালোবাসার কথা উল্লেখ করে ঘোষণা করেছেন—

وَاللهُ يُحِبُّ الصَّا بِرِينَ

"আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন"।

উপর্যুক্ত সান্নিধ্য, প্রতিদান ও ভালোবাসা ছাড়াও তিনি ধৈর্যশীলদের অতিরিক্ত ৩টি বিষয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন।

এক.দয়া।দুই.করুণা।তিন.হিদায়াত।আল্লাহ তা'আলা বলেন—

"আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করুন;যাদেরকে কোনো বিপদ আক্রান্ত করলে তারা বলে,"আমরা তো আল্লাহর জন্যই,তার কাছেই তো আমরা ফিরে যাবো।'এদের ওপর এদের

রবের পক্ষ থেকে বর্ষিত হয় দয়া ও করুনা।আর এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।“

অধিকন্তু জান্নাতপ্রাপ্তি ও জাহান্নাহ থেকে মুক্তির নিশ্চয়তাও কেবল ধৈর্যশীলদেরই দিয়েছেন।আল্লাহ বলেন—

(পার্থিব জীবনে)তদের ধৈর্যধারণের বিনিময়ে আমি আজ তাদের এই প্রতিদান দিলাম যে,তারাই সফলকাম।

এখানেই শেষ নয়!যে ব্যক্তি অন্যের দুর্ব্যবহারে ধৈর্যধারণ করে এবং দুর্ব্যবহারের বিনিময়ে সদাচার করে তাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে,দুর্ব্যবহারকারী লোকটি একসময় তার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে।মহান আল্লাহ বলেন—

ভালো আর মন্দ সমান হয় না।(মন্দকে)ভালো দিয়ে প্রতিহত করুন,তাহলে যার সাথে আপনার শত্রুতা সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধু।

শুধু তাই নয়,ক্ষমা ও সৎকাজের প্রতিদানও তিনি ধৈর্যর সাথে শর্তযুক্ত করেছেন।অর্থাৎ কেউ যদি ধৈর্যসহকারে পুণ্যকর্ম করে তবেই কেবল তাদের ক্ষমা করা হবে।এবং তার পুণ্যকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে।আল্লাহ বলেন–

তবে,তারা ব্যতীত, যারা ধৈর্যধারণ ও ভালো কাজ করে;তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান।

সর্বোপরি, সুখী ও সৌভাগ্যবানরা সর্বোত্তম জীবনোপকরণ লাভ করে তাদের ধৈর্যগুণে।মর্যাদা ও আভিজাত্যের শীর্ষচূড়ায় আরোহন করে কৃতজ্ঞতা ও কৃতার্থতার কল্যাণে। ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতাকে পুঁজি করেই তারা চিরশান্তির জান্নাতের দিকে ধাবিত হয়। ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার ডানা মেলেই তারা জান্নাতের মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়ায়।এই ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহর অনুগ্রহ বিশেষ। তিনি যাকে ইচ্ছে তাকেই কেবল এই অনুগ্রহ দান করেন।আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

ঈমান মূলত ২ভাগে বিভক্ত।এক.ধৈর্য।দুই.কৃতজ্ঞতা।কাজেই যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ চায় এবং প্রকৃত মুক্তি ও অনাবিল সুখ কামনা করে তার কর্তব্য হলো-এই গুণ দুটিকে নিজের মধ্যে ধারণ করা এবং পরম অধ্যাবসায়ের সঙ্গে এর চর্চা করা।কেউ যদি এই গুণ দুটি অর্জন করতে পারে তবে কিয়ামতের দিন সে সফলকাম হবে এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হবে।(ইমাম ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা) [সবর-সমকালীন প্রকাশনী]

বালা মুসিবতে ধৈর্য ধারন করার গুরুত্ব—

বিচিত্র এই পৃথিবীতে কত রকম মানুষের বাস। কেউ সাদা কেউ কালো, কেউ ধনী কেউ গরীব, কেউ লম্বা কেউ খাটো, কেউ শাসক কেউ শাসিত, আরও কত কী! এই বৈচিত্র্যের মাঝেও ঐক্যের সুর- সুখ-দুঃখ মিলিয়েই মানুষের জীবন। ঘরবাড়ি নেই বলে রাস্তার পাশে ফুটপাথে যাকে মাথা গুজার ঠাঁই খুঁজতে হয় তার জীবনেও যেমন সুখের পরশ থাকে, তেমনি উঁচু উঁচু অট্টালিকায় যাদের বসবাস, কাড়ি কাড়ি সম্পদের অধিকারী যারা তারাও কখনো নীল হয়ে পড়ে দুঃখ-বেদনায়। দুঃখ-বেদনা বিপদ আর কষ্টের ধরনও অনেক। শরীর মন অর্থসম্পদ সম্মান-ঐতিহ্য ইত্যাদি কত দিক থেকে মানুষ বিপদের মুখে পড়ে। কেউ হয়তো শারীরিকভাবে অসুস্থ, কাউকে দেখা যাবে পারিবারিক কারণে গভীর দুশ্চিন্তার শিকার, কারও দীর্ঘদিনের অর্জন সামাজিক সম্মানটুকু কখনো মুহূর্তে ধুলোয় মিশে যায়। এ সবই মানুষের বিপদ।

আরেক আয়াতে মহান রাব্বুল আলামিনের ঘোষণা-

لَتُبْلَوُنَّ فِىٓ اَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا وَ اِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

তোমরা তোমাদের জান-মালের ক্ষেত্রে অবশ্যই পরীক্ষার মুখোমুখি হবে আর তোমরা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক পীড়াদায়ক কথা শুনবে। তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে অবশ্যই তা বড় হিম্মতের কাজ। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮৬

বোঝা গেল, বিপদ আসবেই। পবিত্র কুরআনের এ দ্ব্যর্থহীন ঘোষণায় তো সন্দেহের অবকাশ নেই। পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে জীবনের নানা ক্ষেত্রে, নানা ধরনে। সেই পরীক্ষায় সফল হওয়ার মূলমন্ত্রও ঘোষিত হয়েছে পাক কুরআনেই। সফলতার সেই মূলমন্ত্রের নামই সবর বা ধৈর্যধারণ। বিপদ যেমনই হোক, বিপদ তো বিপদই। কেউ যখন বিপদে পড়ে, তা ছোট-বড় যাই হোক, সে বিপদের মর্ম সে-ই বুঝে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটি যদি কোনো দুর্ঘটনায় আকস্মিক মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার পরিবারের জন্যে তা যেমন মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি নামায শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে পুরনো জুতাটি জায়গামতো না পাওয়াও একটি বিপদ। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি নগণ্য, কিন্তু সময়মতো এই এক জোড়া পুরনো জুতা না পাওয়া যে কত সংকটের সৃষ্টি করতে পারে তা ভুক্তভোগীই অনুভব করতে পারেন। ছোট-বড় সকল সংকটে মুমিন বান্দার মুখ থেকে তাই উচ্চারিত হয়- ইন্না-লিল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাও কত বিস্তৃত দেখুন, তিনি বলেছেন,

إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلْيَسْتَرْجِعْ، فَإِنَّهُ مِنَ الْمَصَائِبِ.

যখন তোমাদের কারও জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায় তখনো তোমরা ‘ইন্না-লিল্লাহ’ পড়ো। কেননা এটাও একটা বিপদ। -শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৯২৪৪; মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৩৪৭৫

যে কোনো রকম বিপদে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে ইন্না-লিল্লাহ পড়া- পবিত্র কুরআনের ভাষায় এটি ধৈর্যশীলদের পরিচায়ক-

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.

যারা যে কোনো রকম বিপদে আক্রান্ত হলে বলে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন- সন্দেহ নেই, আমরা আল্লাহরই, আর আমরা তো তাঁর কাছেই ফিরে যাব।'-সূরা বাকারা (২) : ১৫৬

হাসিদের ভাষ্যে সবরের গুরুত্বঃ

বিপদাপদ যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ, এ কথাটি হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ভিন্নভাবে। সহীহ বুখারীর হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ.

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে বিপদে আক্রান্ত করেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৬৪৫

বিপদের সঙ্গে বান্দার ভালো-মন্দের সম্পর্ক আরেক হাদীসে আরও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

আল্লাহ যখন তাঁর বান্দার কল্যাণ চান তখন দুনিয়াতে তার শাস্তি ত্বরান্বিত করেন, আর যখন কোনো বান্দার অকল্যাণ চান তখন তার পাপগুলো রেখে দিয়ে কিয়ামতের দিন তাঁর প্রাপ্য পূর্ণ করে দেন। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩৯৬

আরেকটি হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী-

إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

সত্যি, বড় পুরস্কার তো বড় বিপদের সঙ্গেই রয়েছে। আর আল্লাহ যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন তখন অবশ্যই তাদের পরীক্ষায় ফেলেন। তখন যে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্যেই তাঁর সন্তুষ্টি, আর যে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে তার প্রতি তাঁরও অসন্তুষ্টি। (প্রাগুক্ত)

এ দুই হাদীস সামনে রেখে আমরা বলতে পারি, মুমিন বান্দা নিজের কৃত অপরাধের কারণেও বিপদের মুখোমুখি হতে পারে, আবার বিপদাক্রান্ত হতে পারে প্রভুর সঙ্গে তার ভালোবাসার যাচাইস্বরূপও। যে কারণেই হোক, অনাকাঙ্ক্ষিত এ বিপদও তার জন্যে রহমত হয়ে থাকে। বিপদ যদি অপরাধের শাস্তিস্বরূপ হয়ে থাকে, তাহলে এ বিপদে ভুগে সে গোনাহমুক্ত হয়ে ওঠে। আর বিপদ যদি হয় প্রভুর প্রতি তার ভালোবাসার পরীক্ষা, তাহলে সবর করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে ভালোবাসার বন্ধন হবে আরও দৃঢ়।

বিপদ তাই যেমনই হোক, যে কারণেই হোক, আল্লাহ পাকের ফয়সালা মনে করে তা মেনে নেয়া, মনে কোনোরূপ মন্দ ধারণা পোষণ না করা আর সবরের সঙ্গে বিপদমুক্তির জন্যে আল্লাহ পাকের শরণাপন্ন হওয়া- এই তো মুমিন বান্দার কর্তব্য। বিপদে পড়ে সে অন্যকে দেখে অনুযোগের সুরে বলবে না- 'বারবার আমিই কেন বিপদে পড়ি' জাতীয় কোনো কথা। বরং চরম বিপদের মুহূর্তেও তার মুখ থেকে উচ্চারিত হবে- 'الحمد لله على كل حال' অর্থাৎ আল্লাহ পাক যখন যে অবস্থায় রাখেন সর্বাবস্থায় তাঁর জন্যেই সকল প্রশংসা। এ সবর যদি অর্জিত হয় তাহলে অভাবের কঠিন পরিস্থিতিতেও অন্যের ধনসম্পদের প্রতি না তাকিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে সে বলবে- আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর শোকর। এর বিপরীত যারা, অট্টালিকার চূড়ায় বসেও উপরের দিকে তাকিয়ে

থাকে, তারা কেবল আক্ষেপই করে যায়- আরেকটু যদি পেতাম, অমুকের মতো যদি এত সম্পদের মালিক হতাম ইত্যাদি।

সবরের এ ফযিলতের দিকে তাকিয়ে কেউ আবার বিপদ চেয়ে বসে কি না, হাদীস শরীফে সে বিষয়ে আবার সতর্কও করা হয়েছে। বিপদ তো এক অনাকাক্সিক্ষত বিষয়, সবরের সওয়াবের কারণে অনাকাক্সিক্ষত বিপদ কাক্সিক্ষত হতে পারে না। মানুষ মাত্রই বিপদ থেকে দূরে থাকতে চায়। বিপদে পড়ে গেলে মুক্তি কামনা করে। এটাই স্বাভাবিক। ইসলামের শিক্ষাও তাই। হাদীসের ভাষ্য-

أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,) হে লোকসকল! তোমরা শত্রুর মুখে পড়ার কামনা করো না। বরং আল্লাহর কাছে আফিয়াত ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। তবে যখন তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হয়ে পড়বে তখন সবর করো। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২৯৬৫[মাসিক আল কাওসার]

১.আবু মালিক হারিস ইবনে আ'সেম আশআরী (রা)হতে বর্ণিত,আল্লাহর রসুল (সঃ) বলেন,"পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান।আর 'আলহামদুলিল্লাহ'(কিয়ামতের নেকীর) দাঁড়িপাল্লাকে ভরে দেবে এবং 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' আসমান ও যমিনের মধ্যস্থিত শূন্যতা পূর্ণ করে দেয়।নামাজ হচ্ছে জ্যোতি। সাদাকাহ হচ্ছে প্রমাণ। **ধৈর্য হলো আলো।**আর কুরআন তোমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল।প্রত্যেক ব্যক্তি সকাল সকাল স্বকর্মে বের হয় এবং তার আত্মার ব্যবসা করে।অতঃপর সে তাকে (শাস্তি

(থেকে)মুক্ত করে অথবা তাকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করে।[সহীহ বুখারী ২২৩,মুসলিম ৩৫১৭,আহমাদ ২২৩৯৫]

২.আবূ ইয়াহয়া সুহাইব ইবনে সিনান (রা) হতে বর্ণিত আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেন,”মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে।এটা মু'মিন ব্যতিত অন্য কারো জন্য নয়।সুতরাং তার সুখ এলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়।আর দুঃখ পৌঁছালে সে ধৈর্য ধারন করে।ফলে এটাও তার জন্য মঙ্গলময় হয়।[মুসলিম ২৯৯৯,আহমাদ ১৮৪৫৫]

৩.আনাস (রা) জতে বর্ণিত, যখন নবী (সঃ)বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাকে কষ্ট ঘিরে ফেলল,তখন (তার কন্যা) ফাতিমা (রা) বললেন,'হায়!আব্বাজানের কষ্ট!'তিনি (সঃ) এ কথা শুনে বললেন,”আজকের দিনের পর তোমার পিতার কোনো কষ্ট হবে না।“অতঃপর যখন তিনি দেহত্যাগ করলেন,তখন ফাতিমা (রা) বললেন,'হায় আব্বাজান'!প্রভু যখন তাঁকে আহবান করলেন,তখন তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন।হায় আব্বাজান!জান্নাতুল ফিরদাউস তার বাসস্থান।হায় আব্বাজান!আমরা জিবরীলকে আপনার মৃত্যু সংবাদ দেব' অতঃপর

যখন তাঁকে সমাধিস্থ করা হল,তখন ফাতিমা(রা)
(সাহাবদেরকে) বললেন,'আল্লাহর রসূল (সঃ) এর উপর মাটি
ফেলতে কি তোমাদের ভালো লাগলো?[সহীহুল বুখারী
৪৪৬২,আহমাদ ১২০২৬]

৪.আনাস (রা) হতে বর্ণিত,নবী(সঃ)একটি মহিলার পাশ দিয়ে
অতিক্রম করলেন।সে একটি কবরের পাশে বিসে কাঁদছিল।তিনি
বললেন,”তুমি।আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।“সে
বলল,'আপনি আমার নিকট হিতে দূরে সরে যান।কারণ আমি যে
বিপদে পড়েছি আপনি তাতে পড়েননি।'সে তাঁকে চিনতে
পারেনি(তাই সে চরম শোকে তাঁকে অসঙ্গত কথা বলে
ফেলল)।অতঃপর তাকে বলা হল যে,'তিনি নবী(সঃ)ছিলেন।'
সুতরাং (এ কথা শুনে(সে নবি(সঃ) এর দুয়ারের কাছে
এল।সেখানে সে দায়োয়ানদেরকে পেল না।অতঃপর সে(সরাসরি
প্রবেশ করে)বলল,'আমি আপনাকে।চিনতে
পারিনি'।তিনি(সঃ)বললেন,“আঘাতের শুরুতে সবর করাটাই হল
প্রকৃত সবর।”[সহীহুল বুখারী ১২৫২,১২৮৩,মুসলিম ৯২৬]

৫.আনাস(রা)বর্ণনা করেন যে,আমি আল্লাহর রসূল (সঃ)কে বলতে
শুনেছি,তিনি বলেন,“আল্লাহ তায়ালা বলেন,যখন আমি আমার
বান্দাকে তার প্রিয়তম জিনিস দ্বারা (অর্থাৎ চক্ষু থেকে বঞ্চিত

করে) পরিক্ষা করি এবং সে সবর করে আমি তাকে এ দু'টির বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করবো।”[সহিহুল বুখারী ৫৬৫৩,আহমাদ ১২০৫৯]

৬.আত্বা ইবনে আবি হিতে বর্ণিত,তিনি বলেন,একদা ইবনে আব্বাস(রাঃ)আমাকে বললেন,'আমি কি তোমাকে একটি জান্নাতী মিহিলা দেখাব না!'আমি বললাম,'হ্যাঁ!'তিনি বললেন,'এই কৃষ্ণকায় মহিলাটি নবী (সঃ) এর নিকটে এসে বলল যে,আমার মৃগী রোগ আছে,আর সে কারণে আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যার।সুতরাং আপনি আমার জন্য দুয়া করুন।'তিনি বললেন,“তুমি যদি চাও তাহলে সবর কর;এর বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে।আর যদি চাও তাহলে আমি তোমার রোগ নিরাময়ের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দুয়া করব।”স্ত্রীলোকটি বলল,'আমি সবির করব।' অতঃপর সে বলল,(রোগ উঠার সময়) আমার।দেহ থ্রকে কাপড় সরে যায়,সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দুয়া করুন,যেন আমার দেহ থেকে কাপড় সরে না যায়।'ফলে নবী(সঃ)তার জন্য দুয়া করলেন।[সহীহুল বুখারী ৫৬৫৩,তিরমিজি ২৪০০]

৭.ইবনে মাসউদ(রা)হতে বর্ণিত,তিনি বলেন,আমি নবী(সঃ)এর খিদমতে উপস্থিত হলাম।সে সময় তিনি।জ্বরে ভুগছিলেন।আমি বললাম,'হে আল্লাহর রসূল!আপনার যে প্রচন্ড জ্বর!'তিনি।বললেন,"হ্যাঁ!তোমাদের দু'জনের সমান আমার জ্বর আসে।"আমি বললাম,'তার জন্যই কি আপনার পুরুষ্কারও দ্বিগুণ?'তিনি বললেন,"হ্যাঁ!ব্যাপার তা-ই(অনুরুপ) যেকোন মুসলিমকে কোনো কষ্ট পৌঁছে,কাঁটা লাগে অথবা তার চেয়েও কঠিন কষ্ট হয়,আল্লাহ তায়ালা এর কারণে তার পাপসমূহকে মোচন করে দেন এবং তার পাপসমূহকে ঝরিয়ে দেওয়া হয়;যেভাবে গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়।"[সহীহ বুখারী ৫৬৪৫,আহমাদ ৭১৯৪]

৮.আনাস(রা) থেকে বর্ণিত,আল্লাহর রসূল(সঃ)বলেছেন,"যখন আল্লাহ তার বান্দার মঙ্গল চান,তখন তাকে তাড়াতাড়ি দুনিয়াতে(পাপের)শাস্তি দিয়ে দেন।তার যখন আল্লাহ তার বান্দার অমঙ্গল চান,তখন তিনি তাকে(শাস্তিদানে)বিরত থাকেন।পরিশেষে কিয়ামতের দিন তাকে পুরোপুরি শাস্তি দেবেন।"নবী(সঃ)আরো বলেন,"বড় পরিক্ষার বড় প্রতিদান রয়েছে।আল্লাহ তায়ালা যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন,তখন তার পরিক্ষা নেন।ফলে তাতে যে সন্তুষ্ট(ধৈর্য)প্রকাশ করবে,তার জন্য(আল্লাহর) সন্তুষ্টি রয়েছে।আর যে (আল্লাহর পরিক্ষায়)অসন্তুষ্ট

হবে,তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।”[মুসলিম ২৩৯৬,ইবনু মাজাহ ৪০৩১][রিয়াজুস স্বলিহীন]

বিপদ-আপদের মাধ্যমে বান্দার গুনাহ মোচন হয়:

আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে বিভিন্ন বালা-মুসিবত দেন এক মহান উদ্দেশ্যে। তা হল এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দার গুনাহ মোচন করে থাকেন। যেমন আনাস রা. বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান তখন দুনিয়াতেই তাকে শাস্তি দেন। কিন্তু বান্দার অকল্যাণ চাইলে তিনি তার গুনাহের শাস্তি থেকে বিরত রেখে কিয়ামতের দিন তার যথার্থ প্রাপ্য দেন।“

ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেন: “বিপদ-মুসিবত হল নেয়ামত। কারণ এতে গুনাহ মাফ হয়। বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে তার প্রতিদান পাওয়া যায়। বিপদে পড়লে আল্লাহর কাছে আরও বেশি রোনাজারি করতে হয়। তার নিকট আরও বেশি ধর্না দিতে হয়। আল্লাহর নিকট নিজের অভাব ও অসাহয়ত্তের কথা তুলে ধরার প্রয়োজন হয়। সৃষ্টি জীব থেকে বিমুখ হয়ে এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হয়।...বিপদের মধ্যে এ রকম অনেক বড় বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে।“

বিপদে পড়লে যদি গুনাহ মোচন হয়, পাপরাশী ঝরে যায় তবে এটা তো বিশাল এক নেয়ামত। সাধারণভাবে বালা-মসিবত আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত লাভের মাধ্যম। তবে কোন ব্যক্তি যদি এ বিপদের কারণে এর থেকে আগের থেকে আরও বড়

গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ে তবে তা দ্বীনের ক্ষেত্রে তার জন্য বিশাল ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, কিছু মানুষ আছে যারা দারিদ্রতায় পড়লে বা অসুস্থ হলে তাদের মধ্যে মুনাফেকি, ধৈর্য হীনতা, মনোরোগ, স্পষ্ট কুফুরী ইত্যাদি নানান সমস্যা সৃষ্টি হয়। এমনকি অনেকে কিছু ফরয কাজ ছেড়ে দেয়। অনেকে বিভিন্ন হারাম কাজে লিপ্ত হয়। ফলে দ্বীনের ক্ষেত্রে তার বড় ক্ষতি হয়ে যায়। সুতরাং এ রকম ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিপদ না হওয়াই কল্যাণকর। মুসীবতের কারণে নয় বরং মুসীবতে পড়ে তার মধ্যে যে সমস্যা সৃষ্টি তার কারণে বিপদ না আসাই তার জন্য কল্যাণকর।

পক্ষান্তরে বিপদ-মুসীবত যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে ধৈর্য ও আনুগত্য সৃষ্টি করে তবে এই মুসীবত তার জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে বিশাল নেয়ামতে পরিণত হয়....।”

বিপদ-আপদ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বান্দার ধৈর্যের পরীক্ষা নেন:

বিপদ দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করেন কে ধৈর্যের পরিচয় দেয় এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে পক্ষান্তরে কে ধৈর্য হীনতার পরিচয় দেয় ও আল্লাহর সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “বিপদ যত কঠিন হয় পুরস্কারও তত বড় হয়। আল্লাহ কোন জাতিকে ভালবাসলে তাদেরকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান আর যে তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।”

অত্র হাদীসে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। যেমন:

১) বান্দা যেমন আমল করবে তেমনই প্রতিদান পাবে। “যেমন কর্ম তেমন ফল।”
২) এখানে আল্লাহর একটি গুনের পরিচয় পাওয়া যায়। তা হল ‘সন্তুষ্ট হওয়া’। আল্লাহ তায়ালার অন্যান্য গুনের মতই এটি একটি গুন। অন্য সব গুনের মতই এটিও আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য হবে যেমনটি তার জন্য উপযুক্ত হয়।
৩) অত্র হাদীসে জানা গেল যে, আল্লাহ তায়ালা এক বিশাল উদ্দেশ্যে বান্দা উপর বিপদ-মসিবত দিয়ে থাকেন। তা হল তিনি এর মাধ্যমে তার প্রিয়পাত্রদেরকে পরীক্ষা করেন।
৪) এখানে তকদীরের প্রমাণ পাওয়া যায়।
৫) মানব জীবনে যত বিপদাপদই আসুক না কেন সব আসে আল্লাহর তকদীর তথা পূর্ব নির্ধারিত ফয়সালা অনুযায়ী।
৬) এখান থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, বিপদ নেমে আসলে ধৈর্যের সাথে তা মোকাবেলা করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি মূহুর্তে প্রতিটি বিপদের মুখে আল্লাহর নিকটই ধর্না দিতে হবে এবং তার উপরই ভরসা রেখে পথ চলতে হবে।

ধৈর্যের পরিণতি প্রশংসনীয়:

জীবনের সকল কষ্ট ও বিপদাপদে আল্লাহ তায়ালা নামায ও সবরের মাধ্যমে তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, এতেই মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ধৈর্যের পরিণতি প্রশংসনীয়। আল্লাহ তায়ালা খবর দিয়েছেন যে, তিনি ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন। অর্থাৎ তাদেরকে তিনি তাদের সাহায্য করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন: “হে ঈমানদারগণ, তোমরা নামায ও সবরের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য অনুসন্ধান কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সাথে থাকেন।” [সূরা বাকরা: ১৫৩]

এখান থেকে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। মুমিন ব্যক্তির জন্য জীবনের প্রতিটি পদে পদে ধৈর্যের পরিচয় দেয়া দরকার। এই সবরের মাধ্যমে আকীদা ও বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফীক দান করুন। (কুরআনের আলো- **মূল:** শাইখ ড. সালিহ ফাউযান আল ফাউযান (হাফিযাহুল্লাহ)। **অনুবাদক:** আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল)

Matia Sultana Shirin

Batch:1902

Roll:1902145

Mobile:01824394120

Address:Feni Sadar,Feni.